কোনো শিশুর
চোখেই বিদায়ের
কান্না...আর না...!!

আসুন, থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে আমরা প্রত্যেকে থ্যালাসেমিয়ামুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হই।

মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2025-2027
Published on 3rd August, 2026

SAVE WATER SAVE LIFE
STPF

August, 2026 Volume-XII, Issue-VI | 8 Pages, Rs. 2.00 | R.N.I. No-WBBEN/2015/63375

এক পলকে দেশ

বন্দেমাতরম

নয়াদিল্লি- জাতীয় গান বন্দেমাতরমকে জাতীয় সঙ্গীত জনগণমন-এর সমান মর্যাদা দিতে বাদল অধিবেশনে সংশোধনী বিল পেশ করেছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার।

পুরীতে বিপর্যয়

পুরী- রথে ১৬ জুলাই পুরীতে পদপিষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হল দু'জনের। গুরুতর আহতের সংখ্যা ১০ জন। আহতের সংখ্যা পাঁচশোর বেশি। পুরীতে রথযাত্রায় এবার প্রায় ১৩ লাখ ভক্ত সমাগম হয়েছিল। পরপর তিনবছর পুরীতে রথের সময় বিপর্যয় ঘটল।

পাইকারি ইস্তফা

নয়াদিল্লি- যখন মহাকাশে মানুষ পাঠানোর প্রস্তুতি জোরকদমে, ইসরোতে তখনই ভারত থেকে ইস্তফা দিয়ে চলে যাচ্ছেন শতাধিক বিজ্ঞানী। ইতিমধ্যে কড়া বিধি বলবৎ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার যাতে কেউ চাইলেই ইসরো থেকে পদত্যাগ বা স্বেচ্ছা অবসর নিতে না পারেন।

সিকিম ২৫ দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি- সিকিমের সুড়ঙ্গ মিথেন বিস্ফোরণ কাণ্ডে চারদিন ধরে টানা উদ্ধারকার্যের পর ২৫টি মৃতদেহ উদ্ধার হল। তাঁদের মধ্যে বাংলার ১১ জন। বাকিরা অন্যান্য রাজ্যের।

টাস্ক ফোর্স

নয়াদিল্লি- 'জেন জি'-র সমর্থন আদায়ে এবার পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন 'টাস্ক ফোর্স' গঠনের কথা ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এবার ই-২০

নয়াদিল্লি- ককরোচ জনতা পার্টির পরে এবার ই-২০ জনতা পার্টি। ককরোচের আন্দোলনের জেরে ইস্তফা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। এবার পেট্রলে ইথানল মেশানোর বিরুদ্ধে আন্দোলনের লক্ষ্য নিতিন গড়কড়ী।

ডেঙ্গু টিকার অনুমোদন

নয়াদিল্লি- ডেঙ্গু প্রতিরোধে এবার দেশে টিকা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হবে। জাপানের সংস্থা তাকেদা তৈরি করেছে এই টিকা। যার পোষাকি নাম কিউডেঙ্গা। চার বছর থেকে ৬০ বয়স বয়সী ব্যাক্তিরা এই টিকা দিতে পারবেন।

এক পলকে রাজ্য

আমূলের লগ্নি

নিজস্ব প্রতিনিধি- হাওড়ার সাঁকরাইলে দই কারখানার ভূমিপূজা হল। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই কারখানায় ৭০০ কোটি টাকা মূলধনী বিনিয়োগ করছে আমূল। রাজ্যে বৃহৎ শিল্পস্থাপনের জন্য এক লপ্তে বড় জমির জন্য আইন তৈরি করতে উদ্যোগ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার।

সিএজি রিপোর্ট পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি- প্রতিশ্রুতি মাফিক ১৮ জুলাই রাজ্য বিধানসভায় সিএজি রিপোর্ট পেশ করল রাজ্য সরকার। এই বিষয়ে ২৮টি রিপোর্টের ওপর বিশেষ অধিবেশন হবে বলে জানান রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত।

পোর্টাল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি- গত ১৩ মে থেকে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে কলকাতা পুরসভার জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র সংক্রান্ত পোর্টালটি। ফলে হয়রানির শিকার হচ্ছেন বহু মানুষ। এরই মধ্যে এই বিষয়ে পুলিশি অভিযান চলছে। ফলে জটিলতা বাড়বে বলে মনে করছেন পুরসভার আধিকারিকরা।

স্বাস্থ্য বিমা যোজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি- রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর থেকে ২৭ জুলাই 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা'-র বিজ্ঞপ্তি জারি হল। যারা কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত যোজনা পাবেন না, তাদের জন্য এই নতুন যোজনা। পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশ লেস পরিষেবার সুযোগ মিলবে এই যোজনায়।

বদলির আদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি- রাজ্যে এক দফায় ৯৯ জন ডব্লুবিসিএস কে বদলি করল নবান্ন। এরা সকলেই বিডিও স্তরের আধিকারিক। রাজ্যে পালা বদলের পর একসঙ্গে এত বিশাল আকারের বদলি হয় নি।

ময়না তদন্তের রিপোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি- এবার ময়না তদন্তের রিপোর্ট তদন্তকারীরা নতুন অ্যাপের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবেন পুলিশ এবং আদালতের কাছে। কোনও অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে এখন থেকে মৃতের পরিবারকে আর ঝামেলা পোহাতে হবে না।

একবিংশ শতাব্দীর ব্যতিক্রমী ডিজিটাল আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি- প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাকে দাবি মানতে বাধ্য করার উদাহরণ এক যুগ পরে দেখা দিল সম্পূর্ণ নতুন রূপে। একটি অরাজনৈতিক ইস্যুকে সামনে রেখে ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলন দেশের সামনে একটা নতুন মডেল। তেলেপোকার কি মহিমা। হোয়াটস অ্যাপ, মিম, রিল, হ্যাসট্যাগ, ইনস্টাগ্রাম—এসবই হচ্ছে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) আন্দোলনের অস্ত্র। সেকারণেই ওরা বলেছে "তোমরা আমাদের স্প্রে করে হঠিয়ে দিতে পার কিন্তু অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারবে না"। স্বাধীনোত্তর ভারতে সমস্ত প্রচলিত রাজনৈতিক ধ্যানধার নাকে ফালাফালা করে দিয়েছে

যুগ যুগান্ত ধরে অবিনশ্বর-তেলেপোকা

সিজেপি। এই আন্দোলনকে প্রথম থেকেই সমর্থন জানিয়ে এসেছেন সোনম ওয়াংচুক। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির মন্তব্যকে ঘিরে শুরু ককরোচের আন্দোলন। দাবি শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার।

ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনের রাশ শুরু থেকেই নিজেদের হাতে রেখেছেন এই দলের সব নেতারা। পরবর্তী পর্যায়ে সরকারি তরফ থেকে আন্দোলনের গুরুত্ব বুঝতে পেরে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী আসরে নামেন। সরকারি আধিকারিক স্তরে বদলি এবং বরখাস্ত করা শুরু হয়। এরপরে নিট পরীক্ষা সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার নিয়মকানুন বদলেরও প্রতিশ্রুতি দেয় সরকার। কিন্তু এতকিছুর পরেই সিজেপি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে অনড় থাকে।

সিজেপি-র আন্দোলন ছিল অহিংস। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন সকলে। একদিকে এরা আন্দোলনকারী, অন্যদিকে কনটেন্ট নির্মাতা। প্রতিদিন পুলিশি দমনের পরে এরা সমাজমাধ্যমে লিখেছে, 'ককরোচ ইজ ব্যাক'। এই আন্দোলনের দু'একজন নেতাকে গ্রেপ্তার করলে লাভের লাভ কিছুই হত না। বরং উল্টে প্রতিবাদের ভাষা এবং চাপ উত্তরোত্তর বেড়ে যেত। এই আন্দোলন যখন শুরু হয়েছিল তখন দেশের সংবাদ মাধ্যমগুলো সেভাবে গুরুত্ব দেয় নি। ধীরে ধীরে সমাজরে প্রতিটি অংশ এই আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু করল এবং প্রশ্ন তোলা শুরু হল। দেশের প্রতিটি আন্দোলনেই কিন্তু ভারতীয় গণতন্ত্রকে নতুন করে পরীক্ষা নিয়েছে। সরকার বদলেছে, আইন প্রত্যাহার হয়েছে, রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি প্রশ্নের মুখে পড়েছে। কিন্তু ককরোচের আন্দোলন একটা নতুন রূপে, রাষ্ট্রকে সংলাপে আসার জন্য বাধ্য করেছে, জনমতকে পুনর্গঠন করেছে, নতুন রাজনৈতিক ভাষা সৃষ্টি করেছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্যের সংজ্ঞা কিন্তু সরকারের পতন নয়।

ককরোচের আন্দোলনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট হল, এই আন্দোলনের জন্ম সংসদের ভেতর হয় নি, কোনও রাজনৈতিক দলের দপ্তর থেকে হয় নি, কোন ট্রেড ইউনিয়নের অফিস থেকে হয় নি। এই আন্দোলনের পেছনে কোনও মতাদর্শগত বিপ্লব নেই। সাধারণ একটা ইস্যু নিয়ে আন্দোলন, যাকে অস্বীকার করার হিম্মৎ কারও নেই। গান্ধীজির লবণ আন্দোলন থেকে শুরু করে আর জি কর কান্ড নিয়ে আন্দোলন—সবই আমরা দেখেছি। কিন্তু এরকম ডিজিটাল আন্দোলন এই প্রথম। যত দমন বেড়েছে, এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ততগুণ বেড়েছে। এখানে এক একটা মোবাইল যেন এক্কেকটা সংবাদ মাধ্যম। এক্কেকটা রিল যেন একটা বক্তৃতা, এক্কেকটা মিম যেন এক্কেকটা সম্পাদকীয়। এখানে সবাই নেতা। সিজেপি নিজেরাই তাদের আন্দোলনের ন্যারেটিভ তৈরি করেছে। তথ্যের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রন যে সর্বাংশে সফল হয় না, ককরোচ তা প্রমাণ করে দিয়েছে। কোনও বিকেন্দ্রীভুত আন্দোলনকে ভাঙা সহজ কাজ নয়। এখন এখানকার রাজনৈতিক দলগুলোর এই আন্দোলন থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যে জনগণকে শুধু ভোটার হিসেবে দেখলে হবে না, অংশীদার হিসেবেও ভাবতে হবে।

স্বাধীনতা দিবসে আমাদের অঙ্গীকার — থ্যালাসেমিয়া-এইডস্ মুক্ত সমাজ

আমারও বেঁচে থাকবার
স্বাধীনতা আছে!
থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা বর্ণাঢ্যযাত্রা
শ্যামবাজার থেকে হালিশহর
(সাধক রামপ্রসাদ ভিটে প্রাঙ্গন)

১৫ আগষ্ট, ২০২৬

: আহ্বায়কমন্ডলী :
কুশল দত্ত, রূপা চৌধুরী, লীলাবতী মল্লিক, দেবাশীষ চক্রবর্তী, রজত বোস।

যাত্রাপথে বিশেষ প্রচার স্থানসমূহ :
শ্যামবাজার, চিড়িয়া মোড়, সিঁথির মোড়, ডানলপ, আগরপাড়া, সোদপুর, খড়দহ, টিটাগড়, ব্যারাকপুর, নোনাচন্দনপুকুর, ওয়ারলেস মোড়, পলতা, শ্যামনগর, নৈহাটি, কা পা মোড়, হালিশহর।

শুভারম্ভ : সকাল ৯.০০ টায়।
শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়

সুজনেষু,
আসুন বিবাহের পূর্বে থ্যালাসেমিয়া-বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন এবং শিশুদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার স্বাধীনতার নৈতিক অধিকারটুকু প্রতিষ্ঠা করুন।
শুভেচ্ছান্তে,
সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক

জনস্বার্থে প্রচারিত

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

এখানে - ওখানে

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে শহর পরিক্রমায় মানবসেবা রথ

শ্যামবাজারে মানব রথ পরিক্রমার শুরুতে সম্পাদক ও অন্যান্য সদস্যারা

নিজস্ব প্রতিনিধি- প্রতিবারের মত এবারেও সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে শহরের ৭টি জায়গা পরিক্রমা করল মানবসেবার রথ। রথের মধ্যে অধিষ্ঠিত পশ্চিমবাংলার রূপকার তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রথিতযশা চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। ১৪ ও ১৫ জুলাই এই মানবরথকে সামনে রেখে নিখরচায় গণদেবতাদের চিকিৎসকের সুপরামর্শ, বিভিন্ন রক্তপরীক্ষা, ইসিজি, অক্সিজেন স্যাচুরেশন এবং ওষুধ প্রদান করা হল। আনুষ্ঠানিকভাবে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে এই 'জীবন দেবতা রথ'-এর উদ্বোধন করেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। ১৪ জুলাই বিকেলে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে এই রথ পৌঁছে যায় ওয়েলিংটন নাগরিক কল্যাণ সমিতির অঙ্গনে। উপস্থিত ছিলেন ওয়েলিংটন নাগরিক কল্যাণ সমিতির সভাপতি রতন আগরওয়াল, সম্পাদক অজয় কুমার সাউ এবং অন্যান্য সদস্যরা। পরবর্তীতে রথ এসে পৌঁছয় সূর্যসেন স্ট্রিটে মির্জাপুর জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির অঙ্গনে। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি শান্তনু দাস, সম্পাদক প্রদীপ কর সহ আরও অন্যান্য সদস্যগণ। মির্জাপুর জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি থেকে এই জীবন দেবতা রথ পৌঁছে যায় কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিটে তরুণ তীর্থের গোপাল সাহা ফাউন্ডেশনে। এখানেও উপস্থিত সকলকে নিখরচায় স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান শেষ হতে রাত গড়িয়ে যায়।

দু'দিন ব্যাপী 'ভিন্ন রথে ভিন্ন পথে'-র অনুষ্ঠানের শেষ দিন অর্থাৎ ১৫ জুলাই রথযাত্রার প্রথম অভিমুখ ছিল যাদবপুরের বিদ্যাসাগর সবুজ সংঘ। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর সবুজ সংঘের সভাপতি গৌতম কর্মকার, সম্পাদক চন্দন অধিকারী সহ অন্যান্য সদস্যগণ। এখানকার অনুষ্ঠান শেষ করে রথ এগিয়ে চলে হরিশ মুখার্জি রোডের হরিশ পার্ক ব্যায়াম সমিতিতে। এদিনকার শেষ অনুষ্ঠান স্থল ছিল ভবানীপুরের শান্তিদূত ক্লাব। উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি শ্রীকান্ত দে এবং সম্পাদক আনন্দ সাহা সহ অন্যান্যরা। দু'দিন ব্যাপী এই ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি জায়গায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

হরিপালে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা শিবির

হুগলির হরিপালে দ্বারহাট্টা রাজেশ্বরী ইনস্টিটিউশনে শিবিরে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি- লায়নস ক্লাব অফ ক্যালকাটা আর্টিস্টিক ফোরামের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ১৩ জুলাই হুগলির হরিপালে দ্বারহাট্টা রাজেশ্বরী ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা শিবির। মারণ রোগ থ্যালাসেমিয়া সম্পর্কে এই অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতাটা যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। ফলে এই মারণ রোগ রোধে এখানকার প্রায় ১৮৩ জন ছাত্রছাত্রী এই বাহক রক্তপরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন।

বেগম রোকেয়া স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ে সচেতনতা শিবির

শিবিরে উপস্থিত ছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি- বিধাননগরে বেগম রোকেয়া স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। শিবিরে মূল বক্তা ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। থ্যালাসেমিয়া নিয়ে ছাত্রীদের আরও বেশি করে সচেতনতার কাজে যুক্ত হওয়ার পরামর্শ দেওয়ার কথা বলেন সম্পাদক। থ্যালাসেমিয়া নিয়ে একটি ক্যুইজও অনুষ্ঠিত হয়। ক্যুইজে সফল উত্তরদাতাদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাগণ।

নবজাতকের আড্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি- নবজাতক সাংস্কৃতিক পরিষদের সঙ্গে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পরিচয় দীর্ঘদিনের। সিঁথি অঞ্চলে নাগরিকদের সুলভে স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজটি দীর্ঘদিন ধরে সুচারুভাবে চালিয়ে আসছে নবজাতক সাংস্কৃতিক পরিষদ। এই স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজটিকে স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে যেতে সাহায্য করছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। আগামী দিনে নবজাতকের এই স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও উন্নত করতে

নবজাতকের আড্ডায় অংশগ্রহণকারীরা

করণীয় কী, তা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে আসার জন্য ২৯ জুন নবজাতক সাংস্কৃতিক পরিষদ একটি আড্ডার ব্যবস্থা করেছিল। এই আড্ডাতে অংশগ্রহণ করেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য এবং অন্যান্য সদস্যগণ।

বাগবাজারে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- বাগবাজার নেতাজি বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ২৮ জুন অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া

সচেতনতা এবং স্বাস্থ্য শিবির। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতার ওপর বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। শিবিরে উপস্থিত সকলের ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেসার, ইসিজি, বিএমডি, ব্লাড গ্রুপ এবং হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা করা হয়।

বর্ষাবরণে ভরসা

নিজস্ব প্রতিনিধি- আকাশ কালো করে বৃষ্টি পড়ছে। এরকম একটা আবহাওয়াকে সামনে রেখে ২৪ জুলাই ভরসার ছাত্রছাত্রীরা উদ্‌যাপন করল বর্ষাবরণ অনুষ্ঠান। নীচ, গান, আবৃত্তিতে তারা যে সমান পারদর্শী তা দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন তাদের পরিবেশনা দিয়ে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভরসার অধ্যক্ষ নিবেদিতা আচার্য্যসহ সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকবৃন্দ।

হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে সচেতনতা শিবির

হাওড়া সাঁতরাগাছি আইআইটি হাওড়া হোমসে চলছে বাহক রক্ত পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা মিডটাউনের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকীতে হাওড়ার সাঁতরাগাছি আইআইটি হাওড়া হোমসে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা এবং বাহক রক্ত পরীক্ষা শিবির। স্থানীয় বিদ্যালয়গুলোর প্রচুর ছাত্রছাত্রী এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধের জন্য অবশ্য করণীয় বিষয়গুলি নিয়ে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। এছাড়া শিবিরে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা কর্মসূচীটি ব্যাপক সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়েছে। প্রায় দু'শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী এই থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করান। আগামীদিনে মারণ রোগ থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে হাওড়ার এই অঞ্চল থেকে আরও প্রচুর পরিমাণে ছাত্র-ছাত্রী থ্যালাসেমিয়া বাহক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন। থ্যালাসেমিয়া নিয়ে একটি মনোজ্ঞ ক্যুইজও এদিনের শিবিরে অনুষ্ঠিত হয়। ক্যুইজে সফল উত্তরদাতাদের সকলকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

ভগবতী দেবী বালিকা বিদ্যালয়ে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে এবং সল্টলেকের ভগবতী দেবী বালিকা বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ২২ জুলাই অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। থ্যালাসেমিয়ার ওপর ক্যুইজ এবং থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা। শিবিরে এদিন থ্যালাসেমিয়ার ওপর সচেতনতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। সম্পূর্ণ ভর্তুকি মূল্যে এই বাহক রক্ত পরীক্ষা করে আমাদের সংগঠন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্য অনিরুদ্ধ বসু। ক্যুইজ পরিচালনা করেন মিতালি পাল এবং অনিরুদ্ধ বসু। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন ৫৮ জন ছাত্রছাত্রী। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা প্রতিভা পোদ্দার সহ অন্যান্য শিক্ষিকারাও। (ছবি ৮-এর পাতায়)

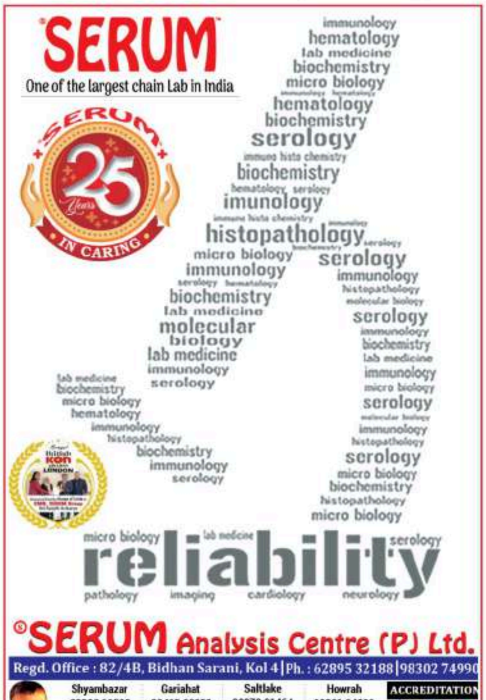

জঙ্গি আক্রমণে ১৩ সেনা হত

লাহোর- উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানে ইসলামপন্থী জঙ্গিরা বিস্ফোরক বোঝাই একটি গাড়ি নিয়ে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনীর তল্লাশি চৌকিতে আঘাত হানে। এতে ১২ জন সেনাসহ মোট ১৫ জন নিহত হন। পাশাপাশি জানানো হয়েছে যে, পাল্টা হামলায় ১২ জন জঙ্গি নিহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ২৩ জুলাই। আফগান সীমান্তের কাছে ট্যাঙ্ক জেলায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ পাহারায় থাকা একটি তল্লাশি চৌকিতে ১৬ ও ১৭ জুলাইয়ের মধ্যবর্তী সময়ে এই হামলার ঘটনা ঘটে। স্থানীয় তালিবান জঙ্গিরা—যারা টিটিপি (TTP) নামে পরিচিত—এই হামলার দায় স্বীকার করেছে।

পদত্যাগ করলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘদিনের সহযোগী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার দুই বছর আগেই শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ২৪ জুলাই পদত্যাগ করেছেন। জাতীয় সংসদের স্পীকার হাফিজ উদ্দিন আহমেদ ৯০ দিনের জন্য ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন জানিয়েছেন যে, তিনি গুরুতর অসুস্থ এবং হৃদরোগে ভুগছেন। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মূলত নামমাত্র ক্ষমতার অধিকারী সাহাবুদ্দিনকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকার অস্বস্তিতে ছিল—এমন জল্পনা-কল্পনার মধ্যেই পদত্যাগের ঘটনাটি ঘটল।

হুথিদের সাহায্যে ইরান

লন্ডন- ইরান জুলাই মাসে ইয়েমেনে ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের কমান্ডার, সামরিক উপদেষ্টা এবং ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন-সংক্রান্ত সরঞ্জাম পাঠিয়েছে। লোহিত সাগরে চলাচলকারী জাহাজগুলোর জন্য হুমকি সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিজেদের মিত্র হুথিদের সক্ষমতা জোরদার করার চেষ্টা করছে তেহরান।

গ্রেটার যোগদান

লন্ডন- নিট কান্ডকে ঘিরে ককরোচ জনতা পার্টির সমর্থনে লন্ডনে এস এফ আই আয়োজিত সভায় যোগ দিলেন পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ। গ্রেটা বলেছেন, "ভারতের ছাত্র আন্দোলন সকলকে গর্বিত করেছে।

ভিসা বন্ধের প্রস্তাব

ওয়াশিংটন ডিসি- আমেরিকার সেনেটে একটা নতুন বিল পেশ করা হয়েছে। সেই বিলে উল্লেখ করা হয়েছে, আগামী তিন বছর নতুন করে এইচ১বি ভিসা দেওয়ার কাজ বন্ধ রাখা হোক। এছাড়া ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রস্তাবিত এক লক্ষ ডলার ভিসা ফি-কে আবশ্যিক করা হোক। এই এইচ১বি ভিসার সাহায্যে আমেরিকার বেসরকারি সংস্থাগুলো বিদেশ থেকে দক্ষ কর্মী নিয়োগ করে। চিন থেকে সবচেয়ে বেশি লোক নেওয়া হয়। এই ভিসার ফলে আমেরিকার যুবক-যুবতী বেকাররা কাজ পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। এই ভিসা বন্ধ হলে আমেরিকান বেকারদের কাজের সুযোগ বাড়বে।

নতুন প্রধানমন্ত্রী

ব্রিটেন- ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন অ্যান্ডি বার্নহ্যাম। শাসক লেবার পার্টি ৫৬ বছরের অ্যান্ডিকে নেতা নির্বাচিত করেছে। ২০ জুলাই তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেবেন।

জার্মানিতে বিমান দুর্ঘটনা

বার্লিন- উত্তর জার্মানিতে ১৮ জুলাই একটি ছোট বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনায় অন্তত একজন নিহত হয়েছেন এবং আরেকজন নিখোঁজ বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিমানটি উচ্চতা হারিয়ে একটি বাড়ির ছাদে গিয়ে আছড়ে পড়ে।

সাগরপারের

টুকিটাকি

কঙ্গোতে ইবোলায় মৃত্যু

লন্ডন- সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গোতে ইবোলায় এখন পর্যন্ত ১ হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সশস্ত্র গোষ্ঠীর সহিংসতা, চিকিৎসা কেন্দ্রে হামলা এবং ব্যাপক ঘাটতির মধ্যে স্বাস্থ্যকর্মীরা এই প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছেন। এদিকে বেতন না পেয়ে নার্সরা রোগীদের সেবা না করে আন্দোলন শুরু করেছেন। সরকার বিষয়টি নিয়ে বিপাকে পড়েছে।

ফ্রান্স ও স্পেনে দাবানলের বিরুদ্ধে লড়াই

ফ্রান্স ও স্পেনে দাবানল মারাত্মক আকার ধারণ করেছে

নাভালুয়েঙ্গা স্পেন ও লেজ-ফেরাট (ফ্রান্স) গত ২৪ জুলাই দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সে দাবানলের কারণে হাজার হাজার মানুষ গাড়ি ও নৌকায় করে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছেন। অন্যদিকে, মাদ্রিদের উপকণ্ঠে একাধিক বিশাল দাবানল একত্রিত হওয়ায় এবং তীব্র দাবদাহের ফলে ইউরোপ জুড়ে পরিস্থিতি অত্যন্ত শুষ্ক ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠায় স্পেন জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে। ফরাসি কর্তৃপক্ষ আটলান্টিক উপকূলের জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র 'ক্যাপ ফেরাট' উপদ্বীপটি সম্পূর্ণ খালি করার নির্দেশ দিয়েছে। সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মাদ্রিদের উপকণ্ঠে দুটি দাবানল একত্রিত হয়ে একটিতে পরিণত হয়েছে এবং তৃতীয় আরেকটি দাবানলও সেগুলোর সাথে মিশে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। টানা দ্বিতীয় বছরের মতো স্পেন অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক দাবানলের মৌসুমের মুখোমুখি হয়েছে। এ বছর এখন পর্যন্ত দেশটিতে ২৯টিরও বেশি বড় ধরনের দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার আয়তন ২০২২ সালের একই সময়েব তুলনায় পাঁচ গুণ বেশি—অথচ সে বছরই রেকর্ড পরিমাণ এলাকা ধ্বংস হয়েছিল।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ব্যবহার করার জন্য একটি সুসজ্জিত বিমান (এয়ারফোর্স ওয়ান) দান করেছে কাতার। মেরিল্যান্ড বিমানবন্দরে তোলা ছবি

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

প্রঃ আমার ব্লাড প্রেসার আছে। হাই প্রেসার থেকে কি কি সমস্যা দেখা দিতে পারে জানতে চাই।

মলয় সাহা, কোন্নগর

উঃ উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন (Hypertension) থেকে অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিশেষত যদি প্রেসার ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ না থাকে। যেমন-–(১) হার্টের সমস্যা-উচ্চ রক্তচাপের ফলে হার্টের উপর চাপ পড়ে। ফলে হার্ট মোটা হয়ে যায়।হার্টের প্রকোষ্ঠের কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে এবং হার্ট ফেলিওর হতে পারে। (অ্যানজাইনা বা বুকে ব্যথা) হতে পারে। অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হতে পারে। (২) কিডনির সমস্যা, কিডনি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ইউরিনে প্রোটিন থেকে শুরু করে রেনাল ফেলিওর পর্যন্ত হতে পারে (Hypertensive Nephropathy)। (৩) নার্ভের সমস্যা-মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা, মাথা ঝিমঝিম করা, চোখে ঝাপসা দেখা প্রভৃতি হতে পারে। এছাড়াও মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বা ইনফার্কশন (Infraction) হতে পরে। হাইপারটেনসিভ এনসেফালোপ্যাথি (Hypertensive Enlephalopathy) হতে পারে।

প্রঃ আমায় হার্টের অসুখ আছে। তিন বছর আগে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হয়েছিল, স্টেন্ট বসিয়ে। এখন আবার বুকে ব্যথা হচ্ছে, বিশেষতঃ বেশি চলাফেরা করলে। কি করব বলে দিলে ভাল হয়?

সঞ্জীব দাশগুপ্ত, বেহালা

উঃ আপনার করেনারী আর্টারীতে নিশ্চয়ই ব্লক ছিল, তাই অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা হয়েছিল। এখন হতে পারে যে ঐ জায়গায় আবার ব্লক হয়েছে। অন্য আর্টারীতে ব্লক বেড়েছে। আপনি চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে সেই অনুযায়ী ওষুধ খান এবং উনি যদি বলেন, তাহলে করোনারী অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করিয়ে নিন। তারপর সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। তবে দেরি করবেন না।

প্রঃ আমি দীর্ঘদিনের ডায়াবেটিসের রোগি। ওষুধ খাই ও ইনসুলিনও নেই। আমার ব্লাড সুগার মাঝে মাঝেই কমে যায়। কি করব?

অনিল দত্ত, হাওড়া

উঃ এই সমস্যা অনেকেরই হয়। বিশেষত অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকলে। এক্ষেত্রে শরীর খুব দুর্বল লাগে। অতিরিক্ত ঘাম হয়, বুক ধড়ফড় করে, এবং কখনও বা রোগি অজ্ঞান হয়ে যায় কাজেই এই সব লক্ষণ জানা থাকা দরকার। যদি প্রায়ই এরকম হয়, তবে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে ওষুধ বা ইনসুলিনের মাত্রা ঠিকঠাক করতে হয়। সঙ্গে গ্লুকোজ বা চকোলেট রাখতে হবে এবং এরকম হলে খেয়ে নিতে হবে। মাঝে মাঝে হালকা খেয়ে নিতে হবে। একটু সতর্ক থাকলে এই অবস্থা এড়ানো যায়।

প্রঃ আমার ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা আছে। ইনহেলার নিতে হয়। দীর্ঘদিন ইনহেলার নিলে কি কোন অসুবিধা হতে পারে? *অজিত দাস বেলেঘাটা*

উঃ ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার চিকিৎসায় ইনহেলার এক প্রধান চিকিৎসা। সাধারণতঃ ইনহেলারের কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। কিছু ক্ষেত্রে হাত কাঁপা বুক ধড়ফড় করা প্রভৃতি হতে পারে। ইনহেলার ব্যবহার করার পর মুখ ধুয়ে ফেলতে হয়। তাহলে খুব একটা অসুবিধা হয় না। সুতরাং দরকার হলে ইনহেলার ব্যবহার করাই যায়।

প্রঃ আমার মেয়ে মৃগী আছে। ওর কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার? ওষুধ কি বন্ধ করা যাবে?

মৃগাঙ্ক রায়, চেতলা

উঃ মৃগী রোগীর কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার, যেমন—সাঁতার না কাটা, আগুনের ধারে না যাওয়া, গাড়ি বা সাইকেল না চালানো, চড়া আলোতে (যেমন টিভি বা কম্পিউটার স্ক্রীন) না থাকা, রাতা না জাগা, এবং কিছু ওষুধ যা মৃগীর আক্রমণ আনতে পারে, এড়িয়ে চলা। (যেমন —সিপ্রোফ্লক্সসিন, নরফ্লক্সসিন, ওফ্লক্সসিন প্রভৃতি) আগুনের ধারে বা জলে গেলে, বা গাড়ি চালালে হঠাৎ করে যদি এই রোগের আক্রমণ হয়, তবে বড় বিপদের সম্ভাবনা থাকে। আবার চড়া আলো, রাত জাগা বা ওষুধ—এই রোগের আক্রমণ এনে ফেলতে পারে। সুতরাং এইসব মাথায় রাখা খুব দরকার।

নিয়মিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া (SIDE EFFECTS) হচ্ছে কিনা, তা দেখতে হবে। কখনও বা রক্তে ওষুধের মাত্রা পরীক্ষা করে ওষুধের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

যদি অনেকদিন, যেমন তিন বছর, কোন আক্রমণ না হয় এবং ECG এবং ব্রেনের সিটি স্ক্যান স্বাভাবিক থাকে, তবে ওষুধ বন্ধ করে দেখা যেতে পারে, এবং সেটাও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী। তবে ওষুধ বন্ধ করার পর যদি আবার এই রোগের আক্রমণ হয়, তবে ওষুধ চালিয়ে যেতে হয়।

প্রঃ কার্ডিওমায়োপ্যাথি সম্বন্ধে জানতে চাই। আমার বাবার এই রোগ আছে। *সুজাতা সিংহ, বালিগঞ্জ*

উঃ কার্ডিওমায়োপ্যাথি (Cardio myopathy) হল হার্টের পেশীর (Cardiac Muscle) অসুখ। এটি নানারকম হয় ---যেমন (১) হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি (Hypertrophic Cardio myopathy)—এই রোগে হার্টের পেশীর বৃদ্ধি ঘটে (Hypertrophy), ফলে হার্টের স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয়।

শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, প্রভৃতি দেখা দেয়। এবং হঠাৎ মৃত্যু (Sudden Death) হতে পারে। এই রোগ ধরা পড়লে বেশী শারীরিক চাপ নেওয়া চলবে না। বিটা ব্লকার (Beta Blocker) ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার (Beta blocker), ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার (Calcium Channel Blocker), অ্যামিওডারোন (Amiodarone) প্রভৃতি ওষুধ দেওয়া যায়। সেপটাল আর্টারীতে ইথানল ইঞ্জেকশন দেওয়া যায়। কিছু ক্ষেত্রে অপারেশন (Myotomy)করা যায়।

(২) ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি (Dilated Cardio myopathy) — এই অসুখে হার্টের রক্ত পাম্প করার ক্ষমতা খুবই কমে যায়। এবং হার্ট বড় হয়ে যায়। ফলে হার্ট ফেলিওর দেখা দেয়।

এই অসুখে শ্বাসকষ্ট, বুক ধড়ফড়, শরীর ফুলে যাওয়া প্রভৃতি দেখা যায়। ডাইইউরেটিক (Diaretics)–এসিই ইনহিবিটর (Ace Inhibijor)–ডিজিটালিস (Digitalis)– বিটা ব্লকার প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়।

(৩) রেস্ট্রিকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি (Restrictive Cardio myopathy) —এই রোগে নিলয়ের দেওয়াল শক্ত (Rigid) হয়ে যায়, ফলে নিলয়ে রক্ত ভরতি হওয়া (Filling) বাধাপ্রাপ্ত হয়। এর সঙ্গে থাকে ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন (Diastolic Dysfunction)। এই অসুখের শ্বাসকষ্ট, পা ফোলা প্রভৃতি দেখা যায়।

প্রঃ আমার ব্লাড প্রেসার আছে। হাই প্রেসার থেকে কি কি সমস্যা দেখা দিতে পারে জানতে চাই।

মলয় সাহা, কোন্নগর

উঃ উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন (Hypertension) থেকে অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিশেষত যদি প্রেসার ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ না থাকে। যেমন-–(১) হার্টের সমস্যা-উচ্চ রক্তচাপের ফলে হার্টের উপর চাপ পড়ে। ফলে হার্ট মোটা হয়ে যায়।হার্টের প্রকোষ্ঠের কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে এবং হার্ট ফেলিওর হতে পারে। (অ্যানজাইনা বা বুকে ব্যথা) হতে পারে। অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হতে পারে। (২) কিডনির সমস্যা, কিডনি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ইউরিনে প্রোটিন থেকে শুরু করে রেনাল ফেলিওর পর্যন্ত হতে পারে (Hypertensive Nephropathy)। (৩) নার্ভের সমস্যা-মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা, মাথা ঝিমঝিম করা, চোখে ঝাপসা দেখা প্রভৃতি হতে পারে। এছাড়াও মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বা ইনফার্কশন (Infraction) হতে পরে। হাইপারটেনসিভ এনসেফালোপ্যাথি (Hypertensive Enlephalopathy) হতে পারে।

(পুনর্মুদ্রণ)

সম্পাদকীয়

আ মরি বাংলা ভাষা

'আ মরি বাংলাভাষা'। এই রাজ্যে সেপ্টেম্বর মাস থেকে সরকারি কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক হচ্ছে। বিধানসভায় একথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যদি কোনও বিষয় বাধ্যতামূলক হয়, তবে সেখানে আশঙ্কা থাকে। তবে এক্ষেত্রে বিষয়টা একটু পৃথক। যে রাজ্যের মানুষের প্রধান ভাষা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বাংলা ভাষাকে ঘিরে, সেখানে প্রশাসনিক স্তরে এবং সমস্ত সরকারি কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহারই তো আবশ্যিক হওয়া উচিত। সরকারি কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে একটা দাবি এরাজ্যে দীর্ঘকাল ধরে রয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার পরে সেই দাবিকে অদ্যাবধি উপেক্ষা করা হয়েছে। দীর্ঘ বাম জমানাতে বাংলা ভাষাকে সরকারি কাজে ব্যবহার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কিন্তু তা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। পরবর্তী জমানাতেও সেই 'ট্র্যাডিশান সমানে চলেছে। অর্থাৎ সার্বিকভাবে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে কোনও ভাষানীতি তৈরি হয় নি। এবার নতুন সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর সেই নীতি প্রণয়ন করতে চলেছে। এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ।

রাজ্যে এখন থেকে বাংলা ভাষাকে সরকারের সর্বস্তরের কাজে প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ সরকারি চিঠিপত্র, বিজ্ঞপ্তি, নির্দেশিকা সমস্ত বাংলা ভাষাতে লেখা হবে। এর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রশাসনিক কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা হলে, তা সাধারণ মানুষের কাজে আরও সহজবোধ্য হবে। এটাই কাম্য। কারণ সাধারণ মানুষ নিজের মত করে সমস্তটা বুঝে নিয়ে তাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারবে। বিশ্বের সর্বত্রই এরকম হওয়া উচিত। ভারতের মত একটি বৃহৎ, বহুভাষিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনকাঠামোয় প্রত্যেকটি রাজ্যেই মানুষের মাতৃভাষাতেই সরকারি কাজকর্ম হতে থাকে এবং সেটাই তাদের কথ্য ভাষা। অথচ পশ্চিমবঙ্গে এরকমটা হয়নি বা করা যায় নি। আশ্চর্যের ব্যাপার দেশব্যাপী একটি ভাষাকে আবশ্যিক বলে চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে আজও দেশজুড়ে সমালোচনা অব্যাহত। এ এক উলট পুরাণ। যারা একটি ভাষাকে দেশ জুড়ে সকলের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে, তারাই এই রাজ্যের মাতৃভাষাকে সরকারি কাজে আবশ্যিক করতে চলেছে।

দল এবং সরকার দুটির পৃথক অস্তিত্ব। তারই সারমর্ম এই রাজ্যে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি। তবে দেখতে হবে অন্যভাষাকে খাটো করে বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া যাতে না হয়। উত্তর বঙ্গের কিছু অঞ্চলে যেমন নেপালি ভাষার আধিক্য বেশি। দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলোতে এবং কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যাতে হিন্দি, ইংরেজি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষাও সমান গুরুত্ব পায় সেদিকেও নজর রাখতে হবে।

প্রভুর স্মরণে

লোকনাথ গোস্বামী

প্রভু নিত্যানন্দ বাল্যকালে উদাসীন হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করেন। সুতরাং একচাকায় শ্রীনিত্যানন্দের বাল্য লীলা ব্যতীত আর কোন লীলার স্থান নহে। সেই সমুদয় দর্শন করিয়া ঠাকুর মহাশয় পদ্মাপার হইলেন। জন্মস্থান খেতরিতে উপস্থিত হইলে, গ্রাম সমেত সকলে আসিয়া আনন্দে প্রণাম ও হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। পিতা মাতা আইলেন, ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিলেন, মাতা পিতা আনন্দে রোদন করিতে লাগিলেন। পিতা বলিলেন, 'আমরা অতি বৃদ্ধ, তুমি এখন তীর্থ করিতে যাইও না, বাপ, আমরা মরিয়া গেলে তুমি যাইও। যে কয়েক দিন বাঁচি তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারি না।'

ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, 'আমি তীর্থ করিতে যাই নাই। তীর্থ ইত্যাদি মনের ভ্রম। আমি প্রভু ও প্রভুগণের স্থান দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহা না দেখিয়া জীবন ধারণ করিতে পারিতাম না, তাহার আমার দেখা হইয়াছে। আমি আপনাদের দুঃখ দিয়া আর যাইব না। আমি এখানে থাকিয়া যত দূর পারি ভজন সাধন করিব।'

সংসারে বিপুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়া যে কঠোর ভজন সাধন করা যায়, ইহার উদাহরণ স্থল ঠাকুর মহাশয় হইলেন। ইনি রাজার ছেলে, পিতা রাজা, মাতা রাণী, উভয়ে বর্ত্তমান। রাজধানী তাঁহার বাসস্থান। এরূপ স্থলে থাকিয়া বিষয় হইতে অন্তর থাকা অতি কঠিন, এক প্রকার অসম্ভব। ঠাকুর মহাশয় তাহাই করিলেন।

টেলর সুইফ্ট—মানুষ সবসময়ে আমার সঙ্গে ছিল না, কিন্তু সঙ্গীত চিরদিনই আমার মতো ছিল।

এম এস স্বামীনাথন—জীবনযাত্রার সুরক্ষা ব্যবস্থার মেরুদণ্ড কৃষি। দেশজ খাবারের মাধ্যমেই আমাদের খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

ফিয়োদর দস্তয়েভস্কি—মানুষ শুধুমাত্র তার সমস্যাগুলো গুনতেই ভালোবাসে। কিন্তু সে তার খুশিগুলো কখনও গোনে না।

হিলারি ক্লিনটন—নারীদের মধ্যেই বিশ্বের সবচেয়ে বড় অব্যবহৃত প্রতিভার ভান্ডার সুপ্ত রয়েছে।

ওয়েবসাইট : www.serumthal.com
ই-মেল : serumthalassemia2022@gmail.com
যোগাযোগ : 98305 60296
ফেসবুক : Serum Thalassemia Prevention Federation

মাসতামামি

১ আগস্ট — দ্বারিকানাথ ঠাকুরের প্রয়াণ ১৮৪৬
পশ্চিমবঙ্গ বিধান-পরিষদের অবলুপ্তি ১৯৬৯
২ আগস্ট — আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম ১৮৬১
জার্মানীতে শাসক হিসেবে হিটলারের আবির্ভাব ১৯৩৪
ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দিয়ে ভারত শাসন করার সিদ্ধান্ত ১৮৫৮
৩ আগস্ট — বম্বেতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন শুরু ১৮৮৫
৪ আগস্ট — প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু ১৯১৪
নেলসন ম্যান্ডেলাকে গ্রেপ্তার ১৯৬২
পি বি শেলীর জন্ম ১৭৯২
৫ আগস্ট — জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপ ২০১৯
মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি ১৭৭৫
৬ আগস্ট — হিরোশিমার ওপর আমেরিকার প্রথম অ্যাটম বোমা বর্ষণ ১৯৪৫
কবি আলফ্রেড টেনিসনের জন্ম ১৮০৯
নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরির জন্ম ১৮৯৫
মাদ্রাজ হাইকোর্টের উদ্বোধন ১৮৬২
পেনিসিলিন আবিষ্কার করলেন স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ১৮৮১
৭ আগস্ট — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১
ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জনের ডাক দিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৯০৫
ভারতের জাতীয় পতাকা প্রথম ওড়ানো হল কলকাতার পার্সি বাগানে ১৯০৬
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৭১
৮ আগস্ট — বিশ্ব বরিষ্ঠ নাগরিক দিবস
ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারির দায়ে পদত্যাগ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ১৯৭৪
ধ্রুপদী শিল্পী ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৯
৯ আগস্ট — জাপানে নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা বর্ষণ ১৯৪৫
ভারত ছাড়ো দিবস ১৯৪২
মনুমেন্টের নাম বদল করে হল শহীদ মিনার ১৯৬৯
ইন্দো-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরিত ১৯৭২
১০ আগস্ট — ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের নাম পরিবর্তন করে হল ডঃ নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ১৯৫০
ইউনাইটেড ন্যাশনের কাছে জাপানের আত্মসমর্পণ ১৯৪৫
১১ আগস্ট — উত্তর ও দক্ষিণ দু'ভাগে বিভক্ত হল ভিয়েতনাম ১৯৫৪
ক্ষুদিরাম বোসের ফাঁসি ১৯০৮
১২ আগস্ট — বিশ্ব যুব দিবস।
বিজ্ঞানী বিক্রম সারা ভাইয়ের জন্ম ১৯১৯
১৩ আগস্ট — ফিদেল কাস্ত্রোর জন্ম ১৯২৬
স্টেইনলেস স্টিলের প্রথম উৎপাদন শুরু হল ইংল্যান্ডে ১৯১৩
রেন লেনেক আবিষ্কার করলেন স্টেথোস্কোপ ১৮২৬
১৪ আগস্ট — লিঙ্গ নির্ধারণ পরীক্ষা নিষিদ্ধ করল সরকার ১৯৯৭
পাকিস্তানের স্বাধীনতা ১৯৪৭
১৫ আগস্ট — ভারতের স্বাধীনতা ১৯৪৭
নেপোলিয়ান বোনাপার্টের জন্ম ১৭৬৯
মুজিবর রহমানকে হত্যা ১৯৭৫
ভারতে পিনকোড চালু ১৯৭২
১৬ আগস্ট — কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের জন্ম ১৯২৬
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত ১৯১০
১৭ আগস্ট — শিক্ষাবিদ উইলিয়াম কেরির জন্ম ১৭৬১
১৮ আগস্ট — রামতনু লাহিড়ির প্রয়াণ ১৮৯৮
১৯ আগস্ট — মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৯
এক টাকার কয়েন তৈরি শুরু কলকাতার টাকশালে ১৭৫৭
২০ আগস্ট — রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর জন্ম ১৮৬৪
ফুটবলার গোষ্ঠপালের জন্ম ১৮৯৬
২১ আগস্ট — নাট্যকার শম্ভু মিত্রের জন্ম ১৯১৫
বন সংরক্ষণ আইন চালু হল ১৯৭২
২২ আগস্ট — স্ট্যালিনগ্রাদ ঘিরে ফেলল জার্মান সৈন্যরা ১৯৪২
গোর্খা হিল কাউন্সিল নিয়ে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল কলকাতায় ১৯৮৫
গায়ক দেবব্রত বিশ্বাসের জন্ম ১৯১১
২৩ আগস্ট — জার্মানদের হাত থেকে রোমানিয়ার স্বাধীনতা প্রাপ্তি ১৯৪৪
জার্মানি এবং রাশিয়ার মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত ১৯৩৯
২৪ আগস্ট — রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে মিখাইল গর্বাচভের পদত্যাগ ১৯৯১
ন্যাটো গঠন হল ১৯৪৯
ইয়াসের আরাফতের জন্ম ১৯২৯
২৫ আগস্ট — ভিয়েতনামের স্বাধীনতার অন্যতম নেতা গিয়াপের জন্ম ১৯১১
২৬ আগস্ট — কলকাতার রেডিও সেন্টার চালু ১৯২৭
অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২৯
২৭ আগস্ট — যুগোশ্লাভিয়ায় মাদার টেরেজার জন্ম ১৯১০
আমস্টারডামের অনুষ্ঠিত হল বিশ্ব যুদ্ধ বিরোধী কংগ্রেস ১৯৩২
২৮ আগস্ট — স্বর্ণকমল দেবীর জন্ম ১৮৫৫
লিও টলস্টয়ের জন্ম ১৮২৮
২৯ আগস্ট — বিশ্ব ক্রীড়া দিবস
বি আর আম্বেদকরের নেতৃত্বে খসড়া সংবিধান রচনা করার কমিটি তৈরি হল ১৯৪৭
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণ ১৯৭৬
৩০ আগস্ট — বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের জন্ম ১৮৮৮
৩১ আগস্ট — পুলিশি আক্রমণে নিহত ৮১ জন খাদ্য আন্দোলনের সাথী

পশ্চিমবঙ্গের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার যোজনা কেন আলোড়ন ফেলছে রাজনীতি ও অর্থব্যবস্থায়

কিশোরকুমার বিশ্বাস

এবারের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পালা বদলের পরবরই বেশ কিছু বিষয় মানুষের মধ্যে আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে। একটা ভয়েরও বাতাবরণ তৈরি হয়েছে বলেই অনেকে মনে করেন। রাজ্য সরকার প্রথম দিকে ঘোষণা করে চলমান সামাজিক প্রকল্প সবই চালু থাকবে। উপরন্তু সেগুলোর দুর্বলতা কমিয়ে আরো ভাল ব্যবস্থা তৈরি হবে। কিন্তু সামাজিক প্রকল্পের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল 'লক্ষীর ভাণ্ডার'-যার ফলে রাজ্যের প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ মহিলা প্রতিমাসে ১৫০০ টাকা করে পেতেন। এই প্রকল্পের পরিবর্তে 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' প্রকল্প আনা হল। এই প্রকল্পে মহিলাদের ৩০০০ টাকা প্রতিমাসে দেওয়া হবে বলে ঠিক আছে। কিন্তু এই ব্যাপারে কোন কোন মহিলাদের দেওয়া হবে তার জন্য নতুন মাপকাঠি ঠিক করা হল। আপাততঃ বর্তমান রাজ্য বাজেটে প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রীদের কথা অনুযায়ীও দেখা যাচ্ছে এই প্রকল্পে অনেক বাছাই করে তবেই অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে। এখন এটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মধ্যে সবচেয়ে চিন্তার বিষয়। যে কোন কোন মহিলা এটা পাবে এবং কোন কোন মহিলা বাদ যাবে। এই বিষয় বোঝা যাচ্ছে 'লক্ষীর ভাণ্ডার' প্রাপ্ত মহিলাই 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' প্রকল্পের আওতায় আসবেন তা নয়। এই অন্নপূর্ণা প্রকল্পটি আসলে একটি ভিন্ন প্রকল্প। ঠিক যেমন এমজিএনআরইজিএ ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প এবং ১২৫ দিনের ভিবিজি, রামজি, প্রকল্প সম্পূর্ণ একটি আলাদা প্রকল্প।

অর্থ হস্তান্তর প্রকল্পের গুরুত্ব বাধ্যতা

সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ধারণা আছে সরকার যে অর্থ হস্তান্তর করছে, বিশেষত মহিলাদের দিকে বেশি নজর দিয়ে, তার মূল কারণ ভোটের বাক্সের দিকেই নজর রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী বৈতরনী পার হওয়া। এটা অবশ্যই একটা সঠিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু এর পিছনে একটা অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতাও আছে। কেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যারা অর্থ হস্তান্তরকে প্রথম প্রথম তীব্র বিরোধিতা করে পরে কেন এই প্রকল্পের বেশি বেশি প্রবক্তা হতে চাইছে তা বোঝা দরকার। যেমন ভারতীয় জনতা পার্টি, অর্থ হস্তান্তরের তীব্র বিরোধী ছিল। কিন্তু তারও ভোটের আগে বিভিন্ন অর্থ হস্তান্তর সহ অন্যান্য প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। ক্ষেত্র বিশেষে বেশি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। আগে যারা বলত সরাসরি অর্থ হস্তান্তর করলে দেশে উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ কমে যাবে যার ফলে ভবিষ্যতে আর্থিক বৃদ্ধি কম হবে এবং দেশের সমৃদ্ধির গতি কমে যাবে। তার ফলে শেষ বিচারে ভুগবে দেশের সাধারণ মানুষ। তাদের জীবনের মান আশানুরূপ হবে না। তাই সঠিকভাবে বেশি বেশি বিনিয়োগ হলে পরে মোয়া ফলবে তাই সাময়িক স্বস্তি সাধারণ মানুষকে দীর্ঘকালীন দুর্ভোগের দিকে ঠেলে দেবে। কিন্তু এই অবস্থান এখন দেশের কোন রাজনৈতিক দলই অনুসরণ করে না। এর কারণ কী?

এর কারণ হল অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা

স্বাধীনতার পরেই দেশের আর্থিক অবস্থা ছিল শোচনীয় সাধারণ মানুষকে খেতে দেওয়ার মত খাদ্য ছিল না। বিনিয়োগ করার মত অর্থ ছিল না। দেশের অগ্রগতির জন্য শিল্প চাই। তার করতে গেলে অর্থ, টেকনোলজি বাজার সবই চাই। তাই দেশ গঠনের জন্য প্রথমে ঔপনিবেশিক চাপগুলো সরাতে হবে। কয়েক বছরের মধ্যেই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার ১% এরও কম সময়ে তিন বা চার শতাংশ নেওয়া হল। শিল্পে জন্য ১৯৪৭/৪৮ সালে বিদেশি নির্ভরতা ছিল ৯০% এর বেশি। তা ১৯৬৪ / ৬৫ সালে নামিয়ে আনা হল ৪৪% এ। এবং ১৯৭৩-৭৪ এ নেমে হল প্রায় ১০% এ। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত অগ্রণী দেশ উন্নত হয়েছে তাদের কোন উপনিবেশকে বা সাধারণ মানুষকে শোষণ করে। ইউরোপের অগ্রগতি উপনিবেশিক শোষণের ফলে, আমেরিকা কৃতদাসদের শোষণের ফলে। জাপানের কৃষির ওপর কর ছিল ৫০% । কিন্তু ভারতের কোন উপনিবেশ ছিল না। কৃষি বা সাধারণ শ্রমিকের প্রথম থেকেই নূন্যতম মজুরীর দিকে লক্ষ্য ছিল। কৃষির ওপর কর ছিল শূন্য। তা সত্তেও ভারত, তার অনেক দুর্বলতা থাকলেও এগিয়েছে. প্রথমে তিন বা চার শতাংশ হারে। একে বলা হত হিন্দুরেট অফ হোম। পরে ১৯৮০ দশক থেকে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বাড়াতে থাকে, গড়ে পাঁচ শতাংশ বা তার বেশি হারে। ওই সময় মানুষে আয়ের অসাম্য অনেক কম ছিল।

বহু মারণরোগ কমানো গেছিল?

ম্যালেরিয়া নির্ধারণ, কলেরা নিবারণ, পোলিও নিবারণ সম্ভব হয়েছে। এইভাবে ১৯৮০ দশকের শেষ থেকে ভারত খাদ্যে আত্মনির্ভর হয়েছে। কিন্তু তা প্রায় এক দশকের মধ্যেই অবস্থা অন্যদিকে ঘুরছে।

বিশ্বায়নের খোলা অর্থ ব্যবস্থার প্রচলন

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী নরসীমা রাও এবং মনমোহন সিংহের নেতৃত্বে ভারতে চালু হয় বিশ্বায়ন অর্থব্যবস্থা। বিনিয়োগ, মূলধনের আসা যাওয়া, বাজারের ওপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি সবই পাল্টে দিতে চায়। গত চার দশকের সরকার নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থা। প্রথমের দিকেই আশঙ্কা ছিল এই ব্যবস্থা দেশের কত অংশের জন্য ভাল হতে পারে তার ওপর। পরে বিদেশী পুঁজি, বিভিন্ন বিনিয়োগ, ভোগ্যপণ্যের খোলাবাজার, রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি অনেক কিছুই দেশের ঝাঁ চকচকে করে দিল।

কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল এই সুযোগ কেবল দেশে ১০ বা ২০ বা ২৫ শতাংশ মানুষই পেয়েছে সরাসরি বা ঘুরপথে। কিন্তু দেশের প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ তেমন কিছুই পেল না। তাই দেশে তীব্র হতে লাগল আয়ের অসাম্য। যদিও বহু মানুষ অপ্রত্যক্ষভাবে কিছু পেল। এখন অনেকেই নূন্যতম খাদ্য, বাসস্থান, সামান্য শিক্ষা, পোষাক, চিকিৎসা ইত্যাদি পাচ্ছে কিন্তু উন্নত জীবনযাপন করতে গেলে যা যা পাওয়ার কথা তার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারল না।

'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' আরো বেশি মহিলাদের দিতে হবে

আর্থিক অনিশ্চয়তা কমাতে মহিলাদের অর্থ হস্তান্তর একটা প্রয়োজনীয় প্রকল্প। মনে রাখতে হবে এই সব প্রকল্প কিন্তু অর্থব্যবস্থায় চালু রাখতেই সাহায্য করে। কেবল শিল্পে বিনিয়োগই নয় এই ধরনের অর্থ হস্তান্তর ব্যবস্থা কখনো কখনো ভাল বিনিয়োগের মতই আর্থিক বিকাশে সাহায্য করে। এই বিষয়টা সাধারণ মানুষকে। বোঝনোব দায় রাজনীতিবিদদেরই।

ভারতে আবার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দাপট ফের বাড়তে শুরু করেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি- গত জুন মাসে ভারতে খুচরো দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার ৪.৩৮% এ উঠেছে। এটা কত বেশি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার? জানতে হবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, ভারতে যা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। এই সংস্থা আপাতত ঠিক করেছে দেশের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার ২% থেকে ৬% -এর মধ্যে যদি থাকে তবে তাকে নিয়ে বেশি চিন্তার কারণ নেই। এই দুই হারের মধ্যে হলে তা দেশের অর্থব্যবস্থার পক্ষে ভাল। যদি ২% নীচে নামে অর্থাৎ ১.৫% বা আরো কম হবে মনে হতে পারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার যত কম হয় ততই ভাল। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 2% এর নীচে নেমে যাওয়াকে অর্থব্যবস্থার পক্ষে ভাল নয় বলেই মনে করে। যদিও এটা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নীচের চিন্তা নয়। অতীতে মিল্টন ফ্রিডম্যান নামে বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও এই মত পোষণ করেছেন যে দেশের অর্থব্যবস্থার স্বার্থে একটু ২ বা ৩% হারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি থাকা ভাল। অন্যদিকে আবার যদি তা 4% বেশি হয় তবে তা অর্থব্যবস্থার পক্ষে ভাল নয়। এইভাবে 2% নীচে নামলে বা 8% উপরে যদি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার থাকে তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হস্তক্ষেপ করে। অর্থাৎ 2% থেকে 6% মধ্যে থাকলে কোন হস্তক্ষেপ নয়। এটাই হল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আপাতত সিদ্ধান্ত।

গত জুনে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার ৪.৩৮% হতেই বিশেষজ্ঞদের অনেকেই আলোচনা শুরু করেছেন। এই বৃদ্ধির হার হঠাৎ বাড়ে নি। গত মে মাসে তা ছিল ৩.৯৩%। আবার গত অর্থবর্ষের ২০২৫-২৬ এর জুনে এই বৃদ্ধির হার ছিল ২.৭%। অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রেঞ্জের মধ্যেই। এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে পাইকারী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার কিন্তু অনেক বেশি। খুচরো দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধির সূচক তৈরি হয় সাধারণ ক্রেতার কেনা জিনিসের দাম বৃদ্ধির ওপর তৈরি হয়। কিছুদিন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে বিদ্যুত, তেল সহ বিভিন্ন পদার্থ সহ বিভিন্ন উৎপাদনের উপকরণের দাম গত এপ্রিল থেকেই উর্দ্ধমুখী। এর মূল কারণ পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ. কিন্তু উৎপাদনকারীরা তাদের বর্ধিত খরচের কারণে দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে নিজেদের লাভ পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছিল না। কিন্তু এরপর তারা জিনিসের দাম বাড়িয়ে বাজারে বিক্রি করার চেষ্টা করবে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই আগামী কয়েকমাসে খুচরো দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার আরো পড়বে বলে আশঙ্কা। এছাড়া শিল্পীয় দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্রব্যের দামও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন কৃষিপণ্য ভারতে পাইকারী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বর্তমান হার যা প্রায় 10% তা কিন্তু শুভ লক্ষণ নয়। গত ডিসেম্বরেও এই হার অত্যন্ত কম ছিল। কখনও শূন্যের নীচেও বা শূন্যের কাছেও ছিল। গতবছর কিন্তু গত মার্চের থেকেই তা বাড়তে শুরু করেছে। অর্থনীতিবিদ রোহিত আজাদ এবং ইন্দ্রনীল রায়চৌধুরী এই বিষয়ে গত কয়েকদিন আগে ভাল বিশ্লেষণ করেছেন হিন্দু পত্রিকাতেও (২১ শে জুলাই)। তাঁদের মতে পাইকারী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মূল কারণ তিনটি ক্ষেত্র। প্রথমত, খাদ্য, খনিজ দ্রব্য ইত্যাদি প্রাইমারী দ্রব্য, দ্বিতীয়ত, জ্বালানী এবং বিদ্যুৎ। আর তৃতীয়টি হল শিল্প উৎপাদিত দ্রব্য। এর মধ্যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ক্ষেত্রের দ্রব্যগুলোর মূল্য বৃদ্ধি গত কয়েক মাসে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রথমত, জ্বালানী এবং বিদ্যুতের দাম মূলত বেড়েছে পশ্চিম এশিয়া যুদ্ধ পরিস্থিতিতে। এটা আাগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্য দুই জাতীয় দ্রব্য ম্যানুফ্যাকচারিং দ্রব্য এবং প্রাইমারি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণ একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। প্রাইমারি দ্রব্যে দাম চাহিদা এবং যোগানের টানা পোড়েনের ওপর নির্ভর করে। কারণ এই সমস্ত দ্রব্যের যোগান একটা নির্দিষ্ট সময়ে স্থির থাকে। ফল, সব্জি, চাল, গম ইত্যাদির যোগান একটা সময়ে স্থির। তাই চাহিদার বাড়া-কমার ফলেই তৈরি হয় দামের ওঠানামা। কিন্তু শিল্পোৎপাদিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে অর্থাৎ গাড়ি, টুথপেস্ট, থালা বাসন এগুলোর দাম নির্ধারিত হয় উৎপাদনের খরচের ওপর। এখানে উৎপাদন খরচ এবং তার ওপর একটা লাভের হিসাব করে দাম ঠিক হয়। গাড়ি বিক্রি কম হলে দাম কমে না, আবার এদের চাহিদা বাড়লেও দাম বাড়ে না। বরং যোগান বাড়িয়ে বাজারে বিক্রি করা হয়, কিন্তু যখনই উৎপাদন খরচ বাড়বে তখন কিন্তু ওই সমস্ত দ্রব্যের দাম বাড়তে পারে। কাঁচামালের দাম, মজুরীর বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন খরচ-পরিবহন খরচ ইত্যাদি এর মধ্যে আসে।

বর্তমানে এই উৎপাদন ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল তেল এবং বিদ্যুৎ। তাই বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এত বেশি হওয়া ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, হল খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়া। এর মূল কারণ হল কম এবং অনিয়মিত বৃদ্ধি। এর ফলে সব্জি সহ বহু ক্ষেত্র আক্রান্ত। এতে উৎপাদন মার খাচ্ছে। এছাড়া কৃষিতে উৎপাদনের উপর দামও উর্দ্ধমুখী। যেমন-সার, কীটনাশক ইত্যাদি এগুলোকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে এই বিষয়ে আজাদ এবং রায়চৌধুরী একই কথা বলছেন, যা অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন। প্রথমত, ভারতের কৃষি এখনও প্রকৃতি নির্ভর। তাই এই নির্ভরতা কমাতে কৃষির জন্য বড় রকমের নীতি গ্রহণ করতে হবে। সেচের জন্য বড় মাত্রায় খরচ করতে হবে। তাহলে অনেক পরিমাণে বৃষ্টির অনিয়মতাকে মোকাবিলা করা যাবে। এছাড়া কৃষির জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে যা এই ধরনের প্রকৃতির খেয়ালকে মোকাবিলা করতে পারে।

অন্যদিকে শিল্পোৎপাদন দ্রব্যের উৎপাদন খরচে কমা বাড়া নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারকে রাজস্বনীতি ঠিক করতে হবে। তেল এবং বিদ্যুৎ এবং সারের ব্যাপারে এটা খুব জরুরি। ভারত এইসব বিষয়ে বিদেশের ওপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল। তাই আমদানী দ্রব্যের ওপর শুল্ক কমিয়ে দামকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সরকার এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল। এবং সেটা ঠিকই ছিল। কারণ আমদানী দ্রব্যের দাম বাড়লে শুল্ক এমনভাবে কমানো যায় যাতে সরকারের আয় মোটামুটি ঠিকঠাক থাকে। কিন্তু ভারত সরকারের একটা বড় সমালোচনা হল এই সরকার এই আমদানী দ্রব্য থেকে অনেক বেশি আয় করতে চায়। প্রত্যক্ষ কর আদায়ের মাত্রা বাড়াতে পারে না। তাই এই নীতি। কিন্তু অপ্রত্যক্ষ কর বেশি বেশি করে সাধারণ মানুষের বোঝা বাড়ায় ভারতের মতো দেশে সাধারণের ওপর তাই করের বোঝা অনেক বেশি।

ভাবতীয় অর্থব্যবস্থায় সামগ্রিকভাবে, কেন্দ্র রাজ্য মিলে প্রত্যক্ষ করের চেয়ে সরকারের বেশি রাজস্ব আসে অপ্রত্যক্ষ কর থেকে। ভারতের কর ব্যবস্থা নিয়ে অনেক সমালোচনা আছে। গত অর্থবর্ষে গত বছরে ভারতে আয়কর বেশ কমানো হয়েছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল আয়কর কমানো। যারা বছরে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করেন তাদের আয় কর দিতে হয় না। অর্থাৎ গড়ে মাসে ১ লক্ষ টাকা আয় করা মানুষও আয়কর মুক্ত। এর অর্থ হল ভারতের সামগ্রিক গড় আয় যা তার সাত বা আটগুণ আয়কারীরাও আয়কর মুক্ত। এই রকম পরিস্থিতি পৃথিবীতে বিরল বলেই অনেকে মন্তব্য করেন। এত সুযোগ পাওয়া মানুষের অনেকেই আবার সাধারণ মানুষকে সরকারিভাবে অর্থ হস্তান্তরকে খারাপ চোখে দেখেন। যাইহোক, যদি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার আরও বাড়ে তবে সাধারণ মানুষের ওপর চাপ বাড়বে। এছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্যও কিছুটা ব্যবহৃত হতে পারে।

‘খার্গ দ্বীপ’ উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করছেন ট্রাম্প

জীবন চন্দ্র পাইন

জুলাই মাসের (2026) প্রথম দিকে বিশ্ব-রাজনীতির যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছিল মাসের শেষে এসে তা একেবারেই বিলিন হয়ে গেল। ট্রাম্প যুদ্ধ বিরোধী ঘোষণা করায়, তেলের দামে শীতলতা এসেছিল, টাকা মূল্য বাড়তে লেগেছিল। সরকার এই পরিস্থিতিতে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম অনেকটা কমিয়েছিল। হারিয়ে যাওয়া শেয়ারের দামে গতি এসেছিল। বিশ্ব শেয়ার বাজার উপরে দিকে উঠেছিল।

কিন্তু মাসের মাঝ বরাবর পরিস্থিতি আবার জটিল আকার ধারণ করল। আমেরিকা আবার ইরানের উপর আক্রমণ হানলো। হামলার গতি আরও বাড়ানোর হুমকি দিল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকা ইরানের তেল ভান্ডারের প্রাণ কেন্দ্র ‘খার্গ দ্বীপ’ (Kharg Iland) আকাশযানে আক্রমন করার কথা ঘোষণা করেছে। যা ভারত সহ পৃথিবীর যে সব দেশ জ্বালানি নির্ভর তাদের কাছে এক হতাশাজনক খবর।

এই ঝোড়ো বাতাসের মধ্যেও ভারত তার আর্থিক বৃদ্ধির হারকে 7.7 শতাংশে নিয়ে যেতে পেরেছে। জুনে GST আদায় 14% বৃদ্ধি পেয়ে 1.95 লক্ষ কোটি টাকায় গেছে। যাত্রি গাড়ি বিক্রি বেড়ে হয়েছে 4 লক্ষ (25% বৃদ্ধি)। তবে উৎপাদন শিল্পে কিছুটা পিছুটান হয়েছে। ‘L-NINO’-এর প্রভাবে ভারত সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সহ বহু অঞ্চলে তাপমাত্রা অত্যাধিক বেড়েছে। অনেক জায়গায় ‘দাবানল’ শুরু হয়েছে। এসবের বড় প্রভাব কৃষিতে পড়বে। ফলন কমতে পারে। খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাবে। গ্রামীণ অর্থনীতির খারাপের দিকে যাবে।

মোটামুটি ভূ-রাজনৈতিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে একটি আর্থিক চিত্র দেওয়া হল। নিচে বিনিয়োগ ভাবনাকে সামনে রেখে কিছু শেয়ার নিয়ে আলোচনা করা হল।

নর্দান আরক ক্যাপিটাল লিমিটেড (Northern ARC Capital LMT) : NBFC (Non banking Finance Company) সেক্টরের এক উজ্জ্বল Fundamental Base কোম্পানি। কোম্পানির আর্থিক ভিত্তি যথেষ্ট বলিষ্ঠ। শেয়ারের বর্তমান দাম 308 টাকার আশে পাশে। অনেকটা সংশোধন করে এই জায়গায় শেয়ারের দামে স্থিতাবস্থা দেখা যাচ্ছে। ফলে এখন থেকে বিনিয়োগে ধ্যান দিলে মন্দ হবে না। স্বল্প মেয়াদে 370 – 380 টাকার কাছাকাছি এবং মধ্যমেয়াদে 500 – 550 টাকার এবং দীর্ঘমেয়াদে খোলা আকাশ। বিভিন্ন বড় বড় মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর ঝুলিতে এই শেয়ার আছে। উজ্জ্বল ভবিষ্যত।

এছাড়াও বিভিন্ন কোম্পানির ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল বেরোচ্ছে। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রি, ICICI Bank, HDFC Bank, Yes Bank, IOB, Cromton and Graves, HCL Tech ইত্যাদির আর্থিক ফলাফল খুব ভালো। ইরানের সাথে আমেরিকার যুদ্ধ পরিস্থিতি আবার বাজারকে নিচের দিকে টেনে নামাতে পারে। সুযোগ এবং ভুরাজনৈতিক পরিস্থিতি বুঝে SIP বেসিসে এইসব ব্লু-চিপ (Blue Chip) কোম্পানিতে বিনিয়োগে ধ্যান দিতে পারেন। Yes Bank নিচে 22.30 পর্যন্ত গেল। নিচের দামে যারা নিতে পেরেছেন তারা মুনাফা ঘরে তুলুন। কারণ যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বাজার আবার কিছুটা নিচে আসবে তখন আবার নেবার কথা ভাবলে ভালো হয়। 20 টাকার নিচে একবার চলে আসলে SIP বেসিসে নিতে পারেন। আর যারা Yes Bank-এ SIP করে যাচ্ছেন তারা চালিয়ে যাবেন। IOB নিচে 33.20 টাকা পর্যন্ত এসেছিল যারা নিতে পেরেছেন, তারা মুনাফা তুলবেন। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আবার 30 – 31 পর্যন্ত আসতে পারে। এই জায়গায় অল্প অল্প করে SIP বেসিসে নিতে পারেন। খুব সাবধানে পা ফেলবেন। বিশ্ব রাজনীতি খুব চঞ্চল অবস্থায় আছে। কারোর Prediction কাজ করছে না। দিনের দিন খেলার অভ্যাস কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখুন। পরিস্থিতি ঠিক হলে আবার না হয় ভাবা যাবে। একমাত্র যাদের Delivery তোলার ক্ষমতা আছে তারাই শেয়ার কিনে D-mat -এ রেখে দেবেন। যুদ্ধ-পরিস্থিতি যেমন বাজারকে ঠেলে নামাবে তেমনি কোন ভালো খবর বাজারকে আবার ঠেলে তুলবে। এখন প্রশ্ন হল, পরিস্থিতি কখন ঠিক জায়গায় আসবে কেউ তা সঠিক অনুমান করতে পারছে না। সবাই ধন্দে আছে। ফলে নিরাপদ কাজ হল, Delivery -এর কথা ভেবে বাজারে কাজ করাই শ্রেয়।

Commodity

এই মাসের মাঝামাঝি যুদ্ধ পরিস্থিতি কিছুটা ভালোর দিকে যাওয়ায় বিশেষ করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখে শান্তি প্রস্তাব শুনে বিশ্বজুড়ে একটা শান্তির বাতাবরণ থাকায় শেয়ার বাজারে ঢেউ এসেছিল। ফলে সোনা রুপোর দামেও একটু স্বস্তির হাওয়া বয়েছিল। রুপোর 2.13 লক্ষ এবং সোনা 1.22 লক্ষ টাকার কাছাকাছি এসেছিল। কিন্তু গত ক'দিনে ইরানের ওপর আমেরিকার আবার অস্ত্র হানা এবং ইরানের পাল্টা হানা, বিশেষ করে গাল্ফের দেশগুলির আমেরিকান ঘাটিগুলিতে ইরানের হানা, এই দুটো দেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শেয়ারবাজারে আবার ধসের ফলে সোনা-রুপো এবং ক্রুডের দামে আবার জোয়ার এসেছে। রুপো 2.42 লক্ষ এবং সোনা 1.45 লক্ষ টাকা হয়ে গেল। ক্রুডের দামও আবার 85 ডলার হল যা এক সপ্তাহ আগে 69 ডলার পর্যন্ত হয়ে গেছিল বিশ্ববাজারে। ফলে ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা দরকার। সোনা, রুপো, ক্রুড stop loss দিয়ে কিনে খেলার দিকে নজর দিতে হবে। NG (Natural Gas) 277 – 278 এর কাছাকাছি, গত সংখ্যায় NG কে 300–305 টাকার কাছে বেচার কথা বলা হয়েছিল। যারা বেচে রেখেছেন তারা ভালো মুনাফা পেয়েছেন। কিন্তু এই জায়গা (277 – 278) থেকে বড়জোর 260 টাকার কাছে আসতে পারে। ফলে নিচের দামে কিনে রাখতে পারেন। উপরে আর একবার 280–290 টাকার কাছে যাবে। যারা দিনের দিন করতে চান তারা stop lass দিয়ে কিনে কিনে কাজ করতে পারেন। ক্রুড ওয়েল ও stop loss দিয়ে কিনে কিনে খেলুন। এবং ছোট ছোট মুনাফা বারে বারে ঘরে তুলুন।

খবরের ডালি দিয়ে আগামীতে আবার দেখা হবে। পত্রিকায় নজর রাখুন। (মতামত নিজস্ব) জীবন চন্দ্র পাইন 98755 30589 / 98301 36198

লাও তো বটে, আনে কে?

নিজস্ব প্রতিনিধি- দামি কথার কোনও এক্সপায়ারি ডেট থাকে না। কথার সঙ্গে কাজের মিল হওয়ার পর কথা বাণী হয়ে যায়।

এই রাজ্যে সরকার বদল হওয়ার পর প্রথম শপথ নেওয়া পাঁচ মন্ত্রীর মধ্যে একজন মহিলা মন্ত্রী বলেছিলেন, “মেয়েরা যা খুশি খাবেন, যা খুশি পরবেন, যেখানে খুশি যাবেন।” অত্যন্ত দামি কথা। সাম্প্রতিক অতীতে এই রাজ্যে এরকম কথা বা আশ্বাস শোনা যায় নি। কিন্তু এই কথাটি কি তার ব্যক্তিগত মত? না কি নবনির্বাচিত সরকারের প্রতিশ্রুতি। মন্ত্রী যখন বলছেন, তখন ধরে নেওয়াই যাক, এটা সরকারের অবস্থান। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, পূর্ণ মন্ত্রীসভা ঘোষণা হওয়ার পর দেখা যায়, নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরটি তাঁর হাতে নয়।

সকলেরই অবগত এবার রাজ্যে নির্বাচনের আগে নারী সুরক্ষার বিষয়টি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। কারণ বিগত বছরগুলোতে রাজ্যের নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে দেশজুড়ে চর্চা হয়েছে। এই চর্চার পেছনের কারণটাও কারও অজানা নেই। ২০১২ সালে পূর্ব-বর্ধমানে ট্রেন থেকে নামিয়ে এক বিধবাকে ধর্ষণ, পার্কস্ট্রিটের ঘটনা, আর জি কর কান্ড—প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই প্রশাসনের শিথিলতা দেখা গিয়েছে। আরেকটু পিছিয়ে ১৯৯০ সালে বানতলার ঘটনা সকলের স্মৃতিতে রয়েছে। ঘটনার পর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন “এমন তো ঘটেই”। শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয় হরিয়ানার রোহতকে কলেজছাত্রীর ধর্ষণকে কেন্দ্র করে সেখানকার মহিলা সেলের প্রধান বলেছিলেন, “পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে প্রতিটি যুগেই ধর্ষণ হয়ে আসছে।” অর্থাৎ স্বাভাবিক ব্যাপার।

প্রকৃতপক্ষে ‘যা খুশি খাওয়া’, ‘যা খুশি পোশাক পরা’, আর ‘যখন, যেখানে ইচ্ছে যাওয়া’-র পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়া অত সহজ নয়। যে সমাজে বা দেশে প্রতিটি ধর্ষণের ঘটনার পরে প্রশাসনের প্রতিনিধিদের আলটপকা মন্তব্যের পরে বিষয়টি ব্যাপক ধাক্কা খায়। সেই কারণেই ‘যা খুশী’র খাওয়া, ‘পোষাক পরা’, ‘যেখানে খুশি যাওয়া’-র একটা ঝুঁকি অবশ্যই থেকে যাচ্ছে। গত দু-তিন মাসে এরাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। কোথাও পুলিশ যথাসময়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে নি, কোথাও অতি সক্রিয় হতে দেখা গেছে। প্রয়োজন নিরপেক্ষভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ধর্মের দোহাই দিয়ে অথবা শালীনতার প্রশ্ন তুলে স্কুল-কলেজে পোষাক নিয়ে একাধিক বিধি জারি হয়েছে দেশ জুড়ে। এখনও কর্মরতা মহিলারা বেশি রাতে বাড়ি ফিরলে প্রতিবেশীদের চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। মহিলাদের রাত ডিউটির কথা শুনলেই বাড়ির মানুষদের চিন্তা বাড়ে। রাতে টিউশন থেকে অথবা অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তার মোড়ে স্বামী অথবা বাবাকে গলির মুখে অপেক্ষা করতে হয়। পাশের বাড়ির কাকিমা, পিসিমা, বৌদিরা বাঁকা চোখে গভীর রাতে ফেরা মেয়েটির দিকে বাঁকা চোখে তাকান। এসব চলছেই। শুধুমাত্র পুলিশ বা প্রশাসনকে দিয়ে এই ব্যাধির নিরাময় সম্ভব নয়। সরকারের সদিচ্ছা থাকলেও ঘটনা কিছু ঘটবেই। নাগরিক সমাজকে নিতে হবে আরও দায়িত্ব। কিন্তু সমাজের দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলাটাই কঠিন কাজ। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

এই সমাজে মোমবাতি মিছিল, সমাজ মাধ্যমে প্রতিবাদ, রাত দখল সবই হয়ে গেছে। এসব আর যথেষ্ট নয়। দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর, এসব ঘটনার যাতে আর পুনরাবৃত্তি না হয় তার ব্যবস্থা করা একটা জরুরি কাজ। নাগরিক সমাজে প্রতিরোধটা যাতে মজ্জাগত হয় তার ব্যবস্থা করা। কথার সঙ্গে কাজের মিল পাওয়া গেলেই দেখা যাবে নতুন ভোরের আলো।

প্রিয় সম্পাদক

টয় ট্রেনের জনপ্রিয়তা

দার্জিলিংয়ে গেছেন অথচ টয়ট্রেনে চড়েন নি এমন পর্যটক খুঁজে পাওয়া কঠিন। দার্জিলিংয়ের অন্যতম আকর্ষণ এই টয় ট্রেন। পাহাড়ের গা ঘেঁষে হিমালয়কে কাছে থেকে দেখার আনন্দটাই অন্যরকম। নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে এই ট্রেনটি চালায় এবং এই ট্রেন ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তকমা পেয়েছে। ন্যারো গেজের এই ট্রেনটিকে আরও ভালো করে সাজাবার চেষ্টা চলছে। ২০২২ সালের মে মাসে এই টয়ট্রেন থেকে আয় হয়েছিল ৩১৯.৬৪ লক্ষ টাকা। ২০২৫ সালের মে মাসে সেটা বেড়ে হয়েছিল ৩৫৮.৬০ লক্ষ টাকা। সেই রেকর্ডও ভেঙ্গে দিয়েছে ২০২৬ সাল। এই বছরে মে মাসে রেলের আয় হয়েছে ৩৯৫.৬০ লক্ষ টাকা। এটাই সর্বকালীন রেকর্ড। রেলকর্তারা বেজায় খুশী। ট্রয় ট্রেনে ভ্রমণ শুধু মাত্র রেলযাত্রা নয়, একটা নস্টালজিক ভ্রমণের সুখানুভূতি। টয় ট্রেন নিয়ে রেল কর্তৃপক্ষ আরও ভাবুক, এটাই আশা রাখি।

সুমন্ত জানা, শিলিগুড়ি

সৌন্দর্যায়নের নামে

ইদানীং সল্টলেকের ফুটপাতগুলো বেশ কায়দা করে দখল হয়ে যাছে। এখানে বহু আবাসিক এলাকায় ফুটপাত ব্যক্তিগত বাগানের সম্প্রসারিত অংশে পরিণত করা হচ্ছে। সৌন্দর্যায়নের নাম করে অনেকেই তার বাড়ির শাশনের ফুটপাত দখল করে নিচ্ছেন। এর ফলে পথচারীদের স্বাভাবিক চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। স্কুল পড়ুয়া, অফিসযাত্রীরা বাধ্য হয়ে ব্যস্ত রাস্তায় নেমে চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছেন। সেকারণেই দুর্ঘটনার সম্ভাবনা এবং আশঙ্কা থাকছে। পথচারীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। অথচ ফুটপাত নয়া হয়েছে পথচারীদের নিরাপদে চলাচলের জন্য। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অথবা সৌন্দর্যায়নের নাম তা দখল করা বেআইনি। এই বিধির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। অবিলম্বে সল্টলেকের সমস্ত ফুটপাতে দখল সরিয়ে পথচারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হোক।

সুবীর পাল, কলকাতা-৪

বর্ষায় সাবধান

রাজ্যে এখন বর্ষা চলছে। বাড়ির আশে পাশে, নর্দমা এবং ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাটা খুবই জরুরি। বিভিন্ন প্রকার নোংরা জমে অথবা ভাঙা বালবিকা পাত্রে জল জমতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ এগুলো মশার বংশবিস্তারের জায়গা। মশা বংশবিস্তার করলে বাড়বে ডেঙ্গি এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। ঝোপঝাড়ে ও আবর্জনায় মধ্যে বাসা বেঁধে সাপ এবং অন্যান্য বিষাক্ত পোকা। সাপের কামড়ের রোগিকে দ্রুত নিয়ে যেতে হবে স্থানীয় হাসপাতালে। এই সময় শহরের পুরসভাগুলো এবং গ্রামের পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

সফল পাল, নৈহাটি

লজ্জাস্কর

শহরের মেট্রোর প্রতিটি বগির দুই প্রান্তে প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী যাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকে। কিন্তু দেখা যায়, প্রায়ই নবীন বা মধ্যবয়সী যাত্রীরা সেই আসন দখল করে নির্বিকার বসে থাকেন। সামনে প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী যাত্রীরা দাড়িয়ে থাকলেও আসন ছেড়ে দেওয়ার নূন্যতম সৌজন্যও দেখায় না। মাঝামাঝি জায়গায় মহিলাদের আসনে সুস্থ-সবল তরুণরাও বসে না দেখার ভান করেন। আবার কেউ মোবাইলে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। মহিলা, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী যাত্রীদের প্রতি সৌজন্য আদতে শিষ্টাচার, কোনও দায় নয়।

সৌম্য দে, গড়িয়া

স্টেডিয়াম

আর্জেন্টিনাকে পরাস্ত করে স্পেনের বিশ্বজয়

● **গোল্ডেন বুট**—কিলিয়ান এমবাপে (১০ গোল) ● **গোল্ডেন বল**—রড্রি (টুর্ণামেন্ট সেরা) ● **গোল্ডেন গ্লাভস**—উনাই সিমোন (সেরা গোলকিপার) ● **সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়**—পাওকুবারসি

বিশ্বকাপ স্পেনের অধিনায়ককে তুলে দিচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, পাশে ফিফার প্রেসিডেন্ট

নিউজার্সি- পলকের মধ্যে খেলার চরিত্র বদলে যাওয়াই ফুটবলের আসল রহস্য। সেই চরিত্রেরই আত্মপ্রকাশ ঘটল বিশ্বকাপ ফাইনালে ১৯ জুলাই, রবিবার। ১০৫ মিনিট পর্যন্ত গোলশূন্য ড্র। অতিরিক্ত সময়ের ৩৭ সেকেন্ডের গোলই চূড়ান্ত ফলাফল এনে দিল। দীর্ঘ ১৬ বছর পর বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হল স্পেন।

কৌশল, ধৈর্য্য, দৃঢ় মানসিকতা এবং শৃঙ্খলার একটা অসাধারণ লড়াই। স্কোর ১-০ হলেও ম্যাচের ভেতরে মণিমানিক্য ছিল অনেক। স্পেন খেলার শুরু থেকে বলের দখল, আক্রমণের তীক্ষ্ণতা এবং ম্যাচের ছন্দ নিজেদের দখলে রেখেছিল। অন্যদিকে, আর্জেন্টিনা ভালো করে জানত, স্পেনের বিরুদ্ধে খুলে খেলতে গেলে ঝুঁকি বাড়বে। ফলে রক্ষণকে গুরুত্ব দিয়ে কৌশলের অপেক্ষায় থাকা। অর্থাৎ ম্যাচটাকে লম্বা করা। স্পেনকে হতোদ্যম করা এবং পাল্টা আক্রমণের মধ্যে দিয়ে আঘাত হানা।

প্রথমার্ধে স্পেনের পাসিং ফুটবল এবং হাইপ্রেসিং আর্জেন্টিনাকে চাপের মুখে ফেলে দেয়। স্পেনের একটা সমস্যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারা আক্রমণ তৈরি করেও নিখুঁত পাস এবং ফিনিশিংয়ের অভাবে বারবার গোল পাওয়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। সেকারণেই খেলায় স্পেনের আধিপত্য থাকলেও গোল আসেনি।

আর্জেন্টিনা প্রথমার্ধে যথেষ্ট নিস্প্রভ ছিল। মেসি ও আলভারেজকে কাজে লাগানোর চেষ্টা সত্ত্বেও স্পেন তা রুখে দিয়েছে। মাঝে মাঝে রড্রিগোর লম্বা পাস বা সেট পিস থেকে সুযোগ তৈরির চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু স্পেনের ডিফেন্সিভ লাইন ছিল দুর্ভেদ্য। ফলে আর্জেন্টিনাকে মূলত নিজেদের রক্ষণ সামলাতেই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। কাউন্টার প্রেসিংয়ের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে আর্জেন্টিনা। মার্তিনেজ অসাধারণ গোল কিপিং করে আর্জেন্টিনাকে বিপদমুক্ত করেছে। এনজো ফার্নান্ডেজ লাল কার্ড দেখায় শেষ পর্যন্ত আর্জেন্টিনাকে ১০ জনে খেলতে হয়েছে।

অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে মাত্র ৩৭ সেকেন্ডের মাথায় ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়। পেরোর উঁচু ক্রস নিকো উইলিয়ামস হেড করে ফেরান। পেছন থেকে উঠে এসে তোরেস শক্তিশালী শটে বল জালে জড়িয়ে দেন। আর্জেন্টিনার সমর্থকরা ভেবেছিলেন, প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে হয়তো খেলায় ফিরবে তাদের দল। কিন্তু সেই খিদেটাই দেখা গেল না। প্রতিটি ম্যাচেই ৮০ মিনিটের পর আর্জেন্টিনা খেলা শুরু করবে, এটা ভাবাই বোকামি। তাও আবার ফাইনাল। প্রতিপক্ষ স্পেন। দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন অধরাই থাকল ফুটবল কিংবদন্তির।

ফাইনালের মহাযজ্ঞে চাঁদের হাট বসেছিল নিউজার্সির স্টেডিয়ামে। বিরতিতে ম্যাডোনা, শাকিরার গান, জাস্টিন বিবার। খেলা শুরুর আগে টম ক্রুজ, খেলার শেষে কোচ লুইদে লা ফুয়েন্তে খুশিতে টগবগ করে ফুটছিলেন। স্পেন এখন ত্রিমুকুটের অধিকারী। নেশনস লিগ জিতেছে, ইউরো জিতেছে। এবার বিশ্বকাপও জিতল। পুরস্কার বিতরণীতে দীর্ঘ সময় ধরে পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সঙ্গে ছিল ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো।

লর্ডসে ইতিহাস হরমনদের

টেস্ট জয়ের কাপ নিয়ে হরমনপ্রীত কৌর

লন্ডন- লর্ডসে প্রথমবার মেয়েদের টেস্ট খেলতে নেমে ঐতিহাসিক জয় পেল ভারত। ২৭০ রানে ইংল্যান্ডকে পরাজিত করল হরমনপ্রীত কৌরের দল। খেলার তৃতীয় দিনেই বোঝা গিয়েছিল যে ভারত ম্যাচ জিততে চলেছে। শেষ দিনে ভারতের প্রয়োজন ছিল চার উইকেটের। জয়ের জন্য ইংল্যান্ডের দরকার ছিল ৪৫৭ রান করা। দ্রুত সেই রান তুলতে গিয়ে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে যায় ১৮৬ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে চার উইকেট নিয়েছেন অফস্পিনার স্নেহ রানা। এই ইংল্যান্ডের সঙ্গে ভারত সাদা বলের ক্রিকেটে ব্যর্থ হলেও লাল বলের ক্রিকেটে ভারতের দাপট বজায় থাকল। ইংল্যান্ডের মাটিতে এই নিয়ে মোট দশটি টেস্ট খেলা হল। এর মধ্যে একটাতেও ভারত হারেনি। দুই ইনিংস মিলিয়ে সাত উইকেট নিয়ে ভারতের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন ক্রান্তি গৌড়। এদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন শচীন তেন্ডুলকর। ইংল্যান্ডের মাটিতে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমি ফাইনালে উঠতে পারে নি ভারত। ভারতের মহিলা ক্রিকেটাররা লর্ডসে খেলে জয় পাওয়ার পর ভীষণই গর্বিত।

সোনার চানু, রুপো ঋষিকান্ত

মীরাবাঈ

ঋষিকান্ত

গ্লাসগো- কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জিতলেন মীরাবাঈ চানু। ভারতকে প্রথম সোনা এনে দিলেন তিনি। এবার ম্যাচে প্রথমে তিনি ৮২ কেজি, পরে ৮৫ কেজি তুলে নতুন কমনওয়েলথ গেমস রেকর্ড গড়েন। এরপর তিনি ১০৫ কেজি ওজন তুলে রেকর্ড করেন। মোট ১৯০ কোজি ওজন তুলেছেন তিনি। সেটাও রেকর্ড। সোনা জয়ের পথে চারটি রেকর্ড গড়েন চানু। ভারত্তোলনে প্রথম পদক পান ঋষিকান্ত সিংহ। ভারতের ঝান্তু কুমার প্যারা ভারত্তোলনে ভারতকে ব্রোঞ্চ পদক এনে দেন। ঋষিকান্ত পান রূপো।

ভারতের হয়ে চতুর্থ পদক জিতলেন রাজা মুথুপান্ডি। বক্সিংয়ে এগিয়ে চলেছে ভারত। ১৭ জুলাই জিমন্যাস্টিকের ফাইনালে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। ইংল্যান্ডের তরুণ জিমন্যাস্ট হরাইজন্টাল বার ইভেন্টে খেলা দেখানোর সময় পড়ে যান। তিনি এখন চিকিৎসাধীন আছেন।

প্রয়াত কিংবদন্তি সোবার্স

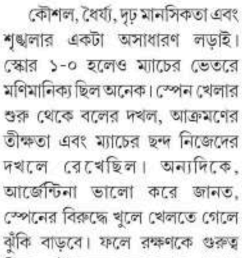

ব্রজটাউন- ক্রিকেটে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অলরাউন্ডার গারফিল্ড সোবার্স চলে গেলেন। ক্রিজে ব্যাট হাতে ৯৩টি টেস্টে ২৬টি শতরান করা স্যার গারফিল্ড সোবার্সের জীবনযুদ্ধ থেমে গেল ৮৯ বছরে। ২৮ জুলাই পার হলেই তাঁর বয়স হত ৯০ বছর। অজস্র রেকর্ডের অধিকারী। তিনি ছিলেন জীবন্ত কিংবদন্তি।

চ্যাম্পিয়ন নস্কোভা

ইংল্যান্ড- মাত্র ২১ বছরের চেক প্রজাতন্ত্রের খেলোয়াড় লিন্ডানস্কোভা। উইম্বলডনের নতুন রানি। ১১ জুলাই তিন সেটেই তাঁর দেশেরই খেলোয়াড় ক্যারোলিনা মুখোভাকে হারান তিনি। নস্কোভার বাবা-মা কেউই

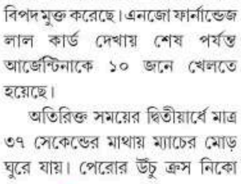

অ্যাথলেটিক নন। কিন্তু মেয়েকে সবসময় খেলাতে উৎসাহ দিয়েছেন তাঁরা। ধীরে ধীরে নিজেকে তৈরি করেছেন নস্কোভা। চেক প্রজাতন্ত্রের পেত্রা কিভিতোভার পরেই কনিষ্ঠতম।

চ্যাম্পিয়ন হলেন সিনার

ইংল্যান্ড- উইম্বলনডনে টানা দু'বার চ্যাম্পিয়ন হলেন ইয়ানিক সিনার। উইম্বলডন জেতার স্বপ্ন সব টেনিস তারকাদেরই থাকে। অন্যান্য প্রতিযোগিতার থেকে উইম্বলডনের গুরুত্ব অনেক বেশি। সেকারণেই সিনার সেভাবেই তৈরি হয়েছিলেন। ফরাসি ওপেনে দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে যাওয়ার পর উইম্বলডনে কর্তৃত্ব স্থাপন করলেন ইটালির তারকা। এবার তিনি হারান আলেকজান্ডার জেরেভকে। দ্বিতীয় সেট থেকে জ্বলে ওঠেন সিনার। দুরন্ত সার্ভিস করে সকলকে তাক লাগিয়েছেন। লড়াই জিতে ভীষণ খুশি সিনার। জেরেফ বলেন, ইয়ানিক দেখিয়ে দিল উইম্বলডনে কেন ও এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা তারকা।

লর্ডসে যস্তিকার সেঞ্চুরি

লন্ডন- লর্ডসে টেস্টে এই প্রথমবার ভারতীয় মহিলাকে ক্রিকেটার হিসেবে শতরাণ (১১৩) করলেন যস্তিকা ভাটিয়া। শেষের দিকে নেমে রিচা ঘোষ ৫২ বলে ৫০ রান করে অপরাজিত থাকেন। রিচাও দুর্দান্ত ব্যাট করেন।

সাবাস গ্রিভস

ত্রিনিদাদ ও টোবাগো- টানা পাঁচটি মেডেন ওভার এবং পাঁচটি উইকেট। ১৫০ বছরের টেস্ট ইতিহাসে অনন্য রেকর্ড। এই বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের জাস্টিন গ্রিভস। এই টেস্টে পাকিস্তান খেলা শুরুর পর থেকে গ্রিভসের বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতেই পারে নি। শেষ পর্যন্ত টেস্টে হার স্বীকার করে নিয়েছে।

সিরিজের সেরা বৈভব

ইংল্যান্ড- অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৮০ বলে ১৭৫ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে

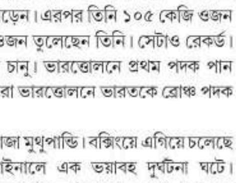

ভারতকে জিতিয়েছিলেন বৈভব সূর্যবংশী। আবার ঝড় তুললেন ১৯ জুলাই। ৪৯ বলে ৮১ রান করলেন। তারই সুবাদে ভারতের স্কোর হয় পাঁচ উইকেটে ১৯২ রান। ম্যাচ ও সিরিজ সেরা হয়েছে বৈভব সূর্যবংশী।

সংগঠনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত

ভবানীপুর শান্তিদূত ক্লাবে মানবরথ

মানবরথ গোপাল সাহা ফাউন্ডেশনে

মানবরথ হরিশপার্কে

মির্জাপুরে মানবরথ

মানবরথ শ্যামবাজারে

মানবরথ সূর্যসেন স্ট্রিটে

মানবরথ তরুণ তীর্থে

মানবরথ বিদ্যাসাগর সবুজ সংঘে

ওয়েলিংটনে মানবরথ

বাবলু স্যারের কোচিং সেন্টারে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা এবং কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য।

অনুপ্রেরণা চ্যারিটেবল ট্রাস্টের উদ্যোগে শ্রীমৎ কল্যাণানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের শ্রদ্ধাঞ্জলী সভায় বিবেকানন্দ সোসাইটিতে ভাষণ দিচ্ছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য

ভগবতী দেবী বালিকা বিদ্যালয়ে উদ্যোক্তাদের সম্বর্ধিত করছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কী ?

থ্যালাসেমিয়া কী ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) সন্দীপ মিল, ২) শীলা নন্দী, ৩) মালঞ্চ সাহা, ৪) রুবী মণ্ডল, ৫) এস এস চন্দ্র, ৬) সুদীপা কর্মকার, ৭) বিবেকানন্দ ঘোষ, ৮) অশোক পাল, ৯) প্রিয়জিত ভৌমিক, ১০) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ১১) সুকোমল দে, ১২) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ১৩) নিবেদিতা আচার্য্য, ১৪) অভিষেক কুমার মিত্র, ১৫) রণিতা মিত্র, ১৬) কৃষ্ণ চ্যাটার্জি, ১৭) দেবশঙ্কর নন্দী, ১৮) মিতালি পাল, ১৯) সৌমিত্র বসু, ২০) সুচিত্রা মুখার্জি, ২১) আবীর চ্যাটার্জি, ২২) সঞ্জয় সাহা, ২৩) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ২৪) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ২৫) সেখ নাজিবুর রহমান, ২৬) তৃষ্ণা বসু, ২৭) ঝর্ণা সাহা, ২৮) অনুরাধা মণ্ডল, ২৯) শুভজিৎ দত্তগুপ্ত, ৩০) রেবা রায়, ৩১) বৈজন্তী নন্দন, ৩২) কণিকা বিশ্বাস, ৩৩) সীমা সাহা, ৩৪) ঝুমা দে, ৩৫) ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, ৩৬) স্বপন দে, ৩৭) জয়দেব দে, ৩৮) পৌলমি ভট্টাচার্য্য, ৩৯) অবন্তী পাল, ৪০) লীলাবতী মল্লিক, ৪১) কেয়া ঘোষ, ৪২) কুশল দত্ত, ৪৩) মুনমুন হোড়, ৪৪) দিলীপ হোড়, ৪৫) সাগর দত্ত, ৪৬) নীলিমা বর্মণ, ৪৭) রজত বোস, ৪৮) পাপান বৈরাগী, ৪৯) অয়ন ধর, ৫০) প্রীতম ধর, ৫১) সুচিত্রা মুখার্জি, ৫২) রীতা ব্যানার্জি, ৫৩) সৌরভ চক্রবর্তী, ৫৪) মল্লিকা ভট্টাচার্য্য, ৫৫) রূপা চৌধুরী, ৫৬) সুমিত নাগ চৌধুরী, ৫৭) ডালিয়া দত্ত।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন
১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner-Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher-Sanjib Acharya, Published from-122/2, Panchanandatala Road, P. O. Paschim Putiary, Kolkata-700 041, District-South 24 Parganas, Printed from-Diamond Art Press Pvt. Ltd., 37/A, Bentick Street, Kolkata-700 069, Editor-Sanjib Acharya, Editorial and Corporate Office : 98305 60296